বন্দে মাহদরম

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

অনাদায়ে দার্শনিক হাসিম্যার মুক্তি মেলেনি আজ। আহা কমরেড! জেল থেকে বেরিয়ে মাহদরমের মনে হলো এমন আনন্দের অস্তিত্ব আছে বলেই আদম-হাওয়া সংসার পেতেছিলেন। বাণিজ্যিক ভালবাসা প্রস্তুতকারক নীশিকন্যাদের লীলা থেকে মাহদরম চোখ ফিরিয়ে নেয়। অতপর শুরু হয় শুভ পদযাত্রা। মহামতি মাহদরম! আহা মুক্তির স্বাদ! ভয়ানক আনন্দ! রঙ্গম সিনেমা হলের পাশ দিয়ে মাহদরম ঢুকে পড়ে সুইপার কলোনীতে। বাঁশের বেড়ায় ঘেরা, গাছের তক্তায় বসে মাহ্দরম অর্ডার মারে "তিন প্যাক", হাফপ্লেট চনাবুটের সাথে শুকুরের মাংস। বুভুক্ষ মাহদরম। 'নিশীতে যাইও ফুল-বনেরে ভ্রমরা, নিশীতে যাইও ফুল-বনে.....।' নিশীত ফুলের নেশায় টালমাতাল মাহ্দরম রাস্তায় নেমে পড়ে। দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী বীর প্রসবিনী চট্টলার রাজপথের পথচারী বীর মাহ্দরম। সহজ কথা নয়। কে বলে গৃহপালিত-শিক্ষক। দিবালোকে নাহয় তিনি দরিদ্র শিক্ষক। আজ পরিত্র রজনী। গভীর রজনীর তিনি মহারাজ। মহামতি মহারাজ মোহ্তারাম মাহমদুর রহমান। কর্পোরেশন সেবক হরিজন বাবুল দাশ হাত ধরে মিনতি করে,"দাদা এখোন না-যাওনই ভালা, নরকে কোথাও কারেন্ট নাই। তাচ্ছিল্যের স্বরে মাহ্দরম বলে 'নরকে আবার কারেন্ট থাকে নাকি! চারদিকে নিকষ অন্ধকার।' কোতোয়ালী মোড়টা যেন বহমান নদীর মাঝখানে জেগে উঠা বালুচর। কোতোয়ালী মোড়ে এসে তার মনে হলো "রাতের কোতোয়ালী" নামে ছোটখাট একটা উপন্যাস রচনা করা যায়। অদ্ভুত রহস্যে টাসা এই চৌমুহনী রাস্তার মোড়। এখানে একইসাথে পাবেন পবিত্র মাজার (ল্যংটা ফকিরের মাজার), জনগণের খিদমতগার রাতজাগা বাংলাদেশ পুলিশ, পকেটমার, চোর-বাটপার, চ্যচড়া আর বিচিত্র প্রাণীদের আনাগোনা। মানুষগুলোকেও মনে হয় সরিসৃপ। বুকে ভর দিয়ে চলাচল অথবা কিলবিল। কান পাতলে শুনা যায় অস্পষ্ট সপাৎ-সপাৎ শব্দের সমাহার। বাংলা ব্যাকরণে যাকে বলে বহুব্রীহি সমাস। সমাহার না মণিহার। বুকফাটা আনন্দে মাহদরম কান্না শুরু করে। ময়লা কাপড় কাচানোর মতো হৃদয় নিংড়ানো ক্রন্দন। "আফতাব-মাহতাব তারা কালা হইয়া গেল, জানোয়ার পাখি হরিণ কাঁদিতে লাগিল"। চারদিকে ঝুম-ঝুম অন্ধকারে তিনি অঝর অশ্রু ঝরালেন। জাগো মাহ্দরম! জাগো! মাহদরমের অন্তরাত্মায় মাতম শুরু হয়। বহুদুর হেঁটে অবশেষে তিনি আগ্রাবাদ পৌঁছালেন। দয়াময় ভান্ডারী হোটেল এখনো খোলা। মাহদরম সোজা ঢুকে চেয়ার টেনে বসে পড়ে। পথের সাথী চির অম্লান ভান্ডারী হাত ধরে বসালেন আদর এবং আদবের সাথে। কাঁচা-পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে ভান্ডারী গভীর আগ্রহে মুখ বাড়িয়ে দিলেন মাহদরমের প্রায় বুকের কাছাকাছি। ভাইজান কাইল রাতের বৃত্তান্ত বলুন।

রাতে ঘুম হয়েছে প্রচন্ড। জন্মদিনের পোষাকেই ঘুম ভাঙে কমরেড মাহ্দরমের। পাখি যেমন খালি পেটে বেরিয়ে পড়ে সকাল বেলা আবার হয়তো কোনদিন ভরা পেটে কিংবা খালি পেটে ফিরে নীড়ে, মাহ্দরমও বেরিয়ে পড়ে রিযিকদাতা রাজ্জাকের নামে। শেখ মুজিব সড়ক ধরে

দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের শহর এলাকার বাস। "আন্দরকিল্লা, চকবাজার, শেরশাহ বায়জুস্তান আক্সিজেন....., আগে.....আগে.....। তর্জনী উঁচিয়ে হেলপার গলা ফাটাচ্ছে সমান তালে। অন্য হাতে এমনভাবে লুঙ্গির কাছা ধরে আছে যে তার পৈতৃক সম্পত্তিটাই অরক্ষিত হয়ে আছে। মাহ্‌দরম হেলপার বান্দার বাপান্তর করতে-করতে লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়ে। আজ ক্যাম্পাসে মাহ্‌দরমের জয়জয়কার। দাগী আসামি হিরণ মিয়া পর্যন্ত সমীহ করে কথা বলছে। মেয়েদের বেলায় কিন্তু ভিন্ন অনুভুতি। পরিচিত অপরিচিত কেউ তেমন মিশে কথা বলছে না। শুধু সঞ্জিবিনী বলবর্ধক মেয়েটিই মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে পত্রিকায় আপনার ছবি ছেপেছে, কোমরে 'ব্রাউন' কালারের রশি।

ওই যে আসছে। কাঁচ ভাঙা শব্দে মাহ্‌দরম চোখ তুলে তাকায়। আহা মানসীই তো! মাহদরম বালুচরে পানি উঠার মতো ঘামতে থাকে। শার্টের বোতাম ঠিক করে প্রচন্ড সাহসে বলে ফেলে, ভাল আছেন? মানসী উত্তর না দিয়ে বলে নিরীহ চেহারা নিয়ে একাজ করেন, লজ্জা করে না আপনার? নিরীহ! মেয়েটির সাথে এই প্রথম সরাসরি কথাবার্তা। অথচ প্রতিদিন চোখাচোখি। বিপরীতমুখী পাশাপাশি রিকশা ক্রসিং-এ দৈনিক একবার দেখাতো হবেই। একদিন রিকশা ঘুরিয়ে পেছনে পেছনে ছুটছিল মাহদরম। অতটুকুই পিরিতি। টিং টিং! রিকশা পুচ্ছ নেড়ে ছুটে যায় বিপরীত থেকে বিপরীত দিকে। কলিজা কালা হইয়া গেলো! নাম না জানা মহিয়ষীটির উদ্দেশ্যে আফসোস বাণীটি ছেড়ে ময়লা প্যান্টের পকেট হাতড়ায়। হে বরকতময় সিগারেট, এসো তোমার পুচ্ছতে চুমো দিই।

সৈয়দ মামুনূর রশীদ, পশ্চিম মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম

(চলবে)